মেলবোর্নে বহুজাতি ও গোষ্ঠীর অংশগ্রহণে নববর্ষ ১৪১৫ উদযাপিত

মেলবোর্ন শহরের কেন্দ্রস্থল ফেডারেশন স্কোয়ারে ২০শে এপ্রিল রোববার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সানন্দ অংশগ্রহণে বাংলা নববর্ষ ১৪১৫ উদযাপিত হয়েছে। ঢোল বাজিয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে, আনন্দে মাতিয়ে নববর্ষ উৎসবের উদ্বোধন। এই আয়োজনের উদ্যোক্তা ছিলেন সুরোলোক(*Shurolok* Music Appreciation & Performance Group) ও ভিক্টোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ।

সারাদিনব্যাপী চলা উৎসবে বাংলাদেশীসহ নানাদেশের জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মত ছিল। মেলবোর্ন শহরের কেন্দ্রে ফেডারেশন স্কোয়ারের আটটি থামে বাংলাভাষার গুনী কবিলেখকদের রচনা উৎকীর্ন দৃষ্টিনন্দিত প্ল্যাকার্ড সারাদিন জুড়ে বাতাসে মৃদুমন্দ দুলেছে।

অষ্ট্রেলীয় মাল্টিকালচারাল মিনিস্টার, ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিনিধি ও মেলবোর্নের বাংলাদেশের অভিবাসী মান্যজন, বাংলাদেশের অধ্যায়নরত ছাত্র প্রতিনিধি ও সুরোলোক প্রধানের বক্তব্য দিয়ে সভা শুরু হয়।

মেলবোর্নে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের নানা সংগঠন, ভারতে, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার মেলবোর্নবাসী শিল্পীবৃন্দ। বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারক শিল্পীদের নৃত্যগীতি, নাটক, কবিতা, শিশুদের পরিবেশিত নাচগান, নাটক ছাড়াও বাংলাদেশের চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা নববর্ষ উদযাপনকে বর্নিল করে তুলে।

সুরোলোকের আয়োজনে বিভিন্নদেশের অংশগ্রহণ মনোগ্রাহী ছিল। চমৎকার বিষয় হল উদ্যোক্তরা খুঁজে বের করেছেন যে বাংলাদেশের বাইরে থাইল্যান্ড, শ্রীলংকাতেও একই সময়ে নববর্ষ উদযাপিত হয়। তাই তারা উৎসবের সূত্রে সেতু বাঁধলেন তাদের সাথেও।

শুধু এশীয় বংশোদ্ভুত নয় পৃথিবীর নানা অঞ্চলের কেউ না কেউ নববর্ষ মেলা প্রাঙ্গনে বিরাজ করেছেন সারাদিনমান।

দূরদূরান্ত থেকে বাংলাভাষীরা এসেছেন ১৪১৫ উদযাপনের অনুষ্ঠানে। এশীয় নন এমন লোকজন অনুষ্ঠান উপভোগের সাথে সাথে মেলায় স্থাপিত খাবারের দোকান থেকে ভাত-তরকারীর স্বাদ নিয়েছেন স্বতস্ফূর্ত মনে।

উলেখ্য ছিল ‘ইতিহাসের পাতা থেকে’ পর্বে জর্জ হ্যারিসনের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আয়োজিত কনসার্ট বাংলাদেশ ১৯৭১ বড় পর্দায় প্রদর্শন।

নববর্ষের ইতিহাস সংক্ষেপে ইংরেজী বাংলায় উপস্থাপকেরা তুলে ধরেছেন যা এই মাল্টিকালচারাল সমাবেশে আগত আগ্রহীদের কিছুটা হলেও তথ্যসমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের প্রচারমধ্যমের অন্যতম চ্যানেল আই সারাদিন টিভি ক্যামেরাতে অনুষ্ঠান ধারন করে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুরোলোকের সংগঠক সংস্কৃতিসেবী শিল্পী চঞ্চল খান।

সুরোলোক ও সহযোগী মেলবোর্নে অধ্যায়নরত বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ অনুষ্ঠান আয়োজন করে নিজেদের সংস্কৃতির তুলে ধরার পাশাপাশি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের অপূর্ব মেলবন্ধন রচনা করলেন।

DEAKIN

DEAKIN
DEAKIN